ইমাম বুসিরী (রহ) -এর
কাসীদা-ই-বুরদা

কাব্যানুবাদ

মুহাম্মদ রূহুল আমীন খান

মদীনা পাবলিকেশন্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কাসীদায়ে বুরদা পরিচিতি

"আল কাওয়াকিবুদ দুরবিয়াহ ফী মাদহি খায়রিল বারিয়াহ" বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর প্রশংসায় রচিত এক সুদীর্ঘ আরবী কবিতা। বিশ্ববিখ্যাত এ কবিতা 'কাসীদা–এ–বুরদা' নামে সুপরিচিত। ইমাম বুসিরী (রহ) এর রচয়িতা। তাঁর পুরো নাম শেখ আবূ আবদুল্লাহ শরফুদ্দিন মুহম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ বুসিরী (রহ)। মিসরের বুসির নামক জনপদে তাঁর জন্ম। এই বুসির থেকে ইমাম বুসিরী নামে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। হিজরী ৬০৮ সালের ১লা শাওয়াল মুতাবিক ইং ১২১৩ সালের ৭ মার্চ তাঁর জন্মতারিখ। ১২৯০ সালে কায়রো নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম বুসিরী ছিলেন বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও একজন প্রথিতযশা কবি। একজন কামিল বুযর্গ হিসেবেও তিনি মুসলিম জাহানে সুপরিচিত। তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। তবে 'কাসীদা–এ–বুরদাই তাঁকে অমর করে রেখেছে।

কাসীদা–এ–বুরদা রচনার মূল প্রেরণা

কবি এক সময় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ও সম্পূর্ণ অচল হয়ে বিছানায় আশ্রয় নেন। বহু চিকিৎসার পরেও আরোগ্য লাভে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি বিশ্বনবী (সঃ)–এর প্রশংসায় একটি কাসীদা লিখে তাঁর উছিলায় আল্লাহ পাকের দরবারে রোগমুক্তির প্রার্থনা করার নিয়ত করেন। কাসীদা রচনা সমাপ্ত হলে তিনি এক জুময়া'র রাতে পাক–পবিত্র হয়ে এক নির্জন ঘরে প্রবেশ করেন এবং গভীর মনোযোগে ভক্তিভরে কাসীদা আবৃত্তি করে থাকেন। আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন, সমগ্র ঘর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে এবং প্রিয়নবী (সঃ) সেখানে শুভাগমন করেছেন। কবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নাবস্থায় প্রিয়নবী (সঃ)–কে কাসীদা আবৃত্তি করে শুনাতে থাকেন। আবৃত্তি করতে করতে যখন কাসীদার শেষের দিকের একটি পংক্তি পর্যন্ত পৌঁছেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে "কাম আবরাআত আসিবান"—'কত চিররুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করেছে প্রিয়নবীর পবিত্র হাতের স্পর্শ" তখন প্রিয়নবী (সঃ) তাঁর হাত মোবারক দিয়ে কবির সমগ্র দেহ মুছে দেন এবং তিনি খুশী হয়ে নিজ গায়ের নক্শাদার ইয়ামনী

চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দেন। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখেন প্রিয়নবী নেই। তবে কবি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত এবং নবীজীর প্রদত্ত চাদর তার গায়ে জড়ানো। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। প্রভাতে উঠে তিনি বাজারের দিকে হাঁটতে লাগলেন। পথিমধ্যে দেখা হল এক দরবেশের সঙ্গে। দরবেশ বললেন, আপনি নবী (সঃ)-এর প্রশংসায় যে কাসীদা রচনা করেছেন আমাকে তা একটু শুনান। কবি বললেন, আমি এ বিষয়ে অনেক কবিতা লিখেছি, আপনি কোন্‌টি শুনতে চান? দরবেশ কাসীদা-এ-বুরদা'র প্রথম চরণটি আবৃত্তি করে বললেন, এইটি। বিস্ময়াভিভূত কবি বললেন, আপনি কোথায় পেলেন, আমি তো এখনও এ কবিতা কাউকে দেখাইনি। দরবেশ বললেন, গতরাতে যখন আপনি এ কাসীদা প্রিয়নবী (সঃ)-কে আবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত থেকে তা শুনছিলাম। কেবল আমি নই, তখন তখনই এ কাসীদা আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবে অত্যল্পকালের মধ্যে এ কাসীদা এবং এর কারামত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও মানুষ এর দ্বারা বিপদে-আপদে নানাভাবে উপকৃত হতে থাকে। সে থেকে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানের সাথে এ কাসীদা পঠিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে এর বহু অনুবাদ হয়েছে।

কাসীদার বৈশিষ্ট্য

ভাব, ভাষা ও ছন্দে এ এক রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ কবিতা। অলঙ্কারে, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও আংগিকে আশ্চর্য সফল, সাবলীল, প্রাণময় এ কাসীদা শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য।

কবিতার চরণকে আরবী ভাষায় বলা হয় মিসরা। দু' দু' মিসরা নিয়ে গঠিত হয় একটি বয়াত বা শ্লোক। এভাবে বহু বয়াতের সমাহার সুদীর্ঘ কবিতার নাম কাসীদা। কাসীদা-এ-বুরদা ১৬৫ শ্লোকবিশিষ্ট এমনি এক সুদীর্ঘ কবিতা। এতে রয়েছে ১০টি অধ্যায়। প্রিয়নবী (সঃ) এ কবিতা শুনে কবিকে নক্‌শাদার চাদর দান করেছিলেন বলে এর নাম হয়েছে 'কাসীদা-এ-বুরদা।' 'বুরদাতুন' শব্দের অর্থ নক্‌শাদার চাদর। নক্‌শাদার চাদরের মত এ কবিতায়ও রয়েছে বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য—এজন্য এর নাম 'কাসীদা-এ-বুরদা'—এ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন কেউ কেউ। অনুবাদে মূল আরবী ছন্দ অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

ওজিফা হিসাবে কাসীদা শরীফ পাঠের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে বসে কাসীদা পাঠের শুরুতে ও শেষে ১৭ বার করে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ
عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

অর্থাৎ হে আল্লাহ, সাইয়্যেদেনা মুহম্মদ (সঃ) তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি শান্তি, করুণা ও বরকত নাযিল করুন।

এরপর নিম্নোক্ত বয়াত পাঠ করে কাসীদা পাঠ শুরু করতে হবে :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الفصل الاول

فِيْ ذِكْرِ عِشْقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বিশ্বনবীর প্রতি প্রেম

① اَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِيْ سَلَمٍ
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرٰى مِنْ مُّقْلَةٍ بِدَمٍ

১. 'সলম' বনে পড়শিগণের
বিয়োগব্যথা স্মরণ করে
নয়ন যুগল হতে কি ওই
রক্তমাখা অশ্রু ঝরে?

② اَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَآءِ كَاظِمَةٍ
وَاَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَآءِ مِنْ اِضَمٍ

২. দূর 'কাজেমা'র প্রান্ত হতে
মাতাল হাওয়া বইছে কিরে
কিংবা 'এজাম' গিরির কোলে
বিজলি হাসে আঁধার চিরে?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِئِ الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ
ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الْقِدَمِ
مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

তরজমা ঃ বিশ্ব নিখিল নাস্তিক থেকে
গড়লো যে তাঁর সব গুণ-গান
হাজার সালাম সত্তাকে সেই
সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মহান।

সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম
তোমার প্রিয় সখার পরে
সালাত সালাম পাঠাও গো রব
যুগ থেকে যুগ যুগান্তরে।

رَدَّتْ بِلَاغَتُهَا دَعْوَى مُعَارِضِهَا
رَدَّ الْغَيُوْرِ يَدَ الْجَانِيْ عَنِ الْحَرَمِ

৯৮. সম্মানী বীর দুরাচারের
হামলা যেমন ব্যর্থ করে
মর্যাদা-মান পরিবারের
রক্ষা করে সৌর্য ভরে
তেমনি কুরান ভাষা এবং
অলংকারে তার অনাবিল
বিরোধীদের সকল চ্যালেঞ্জ
অলীক দাবী করলো বাতিল।

৯৭ لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِيْ مَدَدٍ
وَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيَمِ

৯৯. নিতুই বাড়ে মর্ম-মানে
ঊর্মি সম নীল সাগরের
হীরে মোতি পান্না থেকে
কান্তি কিমত ঢের বেশী এর।

فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا ১০০
وَلَا تُسَامُ عَلَى الْإِكْثَارِ بِالسَّأَمِ

১০০. নেই অবসাদ তিলাওয়াতে
অবাক অবাক মর্মে ভরা
এর অবদান বিপুল বিশাল
হিসাব নিকাশ যায় না করা।

১০১ قَرَّتْ بِهَا عَنْ قَارِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ
لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللّٰهِ فَاعْتَصِمِ

১০১. নয়ন শীতল হয় পঠনে
বলছি শোনো পাঠকদেরে
ধরেছো ঠিক অটুট রশি
দিও না এই রজ্জু ছেড়ে।

১০২ اِنْ تَتْلُهَا خِيْفَةً مِنْ حَرِّ نَارِ لَظٰى
اَطْفَأْتَ حَرَّ لَظٰى مِنْ وَّرْدِهَا الشَّبِمِ

১০২. এর তিলাওয়াত দেয় নিভিয়ে
জাহান্নামের অগ্নিশিখা
ভাগ্য দুয়ার দেয় খুলে এ
পরায় ভালে বিজয়টিকা।

১০৩ كَاَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ بِهٖ
مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاءُوْهُ كَالْحُمَمِ

১০৩. জান্নাতী জাম কাওছারের এ
স্বচ্ছ শীতল পুণ্যধারা
হয় উজালা এর পরশে
পাপীর কালো রূপ চেহারা।

وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً ١٠٤
فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

১০৪. ন্যায়বিচারের নিক্তি সঠিক
সূক্ষ্ম সড়ক পুলসিরাতের
ফরক্বকারী ঈমান-কুফর
আলো-আঁধার, হক-বাতিলের।

لَا تَعْجَبَنْ لِحَسُودٍ رَاحَ يُنْكِرُهَا ١٠٥
تَجَاهُلًا وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ

১০৫. বিদ্যাবিনোদ ধীমান কাফের
ঝুট বলে যে এই কুরানে
হিংসা-দ্বেষের ফল তা শুধু
মনে ঠিকই সত্য জানে।

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ ١٠٦
وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ

১০৬. চক্ষু পীড়ায় রোগীর কাছে
খারাপ লাগে সূর্য-আলো
রোগের দরুন মিঠে জলও
লাগে না আর জিভে ভালো
তেমনি যতো পীড়িত জন
হৃদে যাদের ব্যারাম আছে
এই কুরানের মধুর বাণী
লাগবে খারাপ তাদের কাছে।

الفصل السابع

فِي ذِكْرِ مِعْرَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মি'রাজ

يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ ١٠٧
سَعْيًا وَفَوْقَ مُتُونِ الْأَيْنُقِ الرُّسُمِ

১০৭. উট হাঁকিয়ে, পায়দলে কেউ
সুদূর মরু দিয়ে পাড়ি
তোমার দ্বারে দানের আশে
ভিড় করে সব যাচ্‌নাকারী।

وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَبِرٍ ١٠٨
وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَنِمِ

১০৮. তুমি সেরা নজির নিশান
ধ্যানী-জ্ঞানী চিন্তাবিদের
শ্রেষ্ঠতর বিভব তুমি
ভদ্র মানী সম্মানীদের।

١٠٩ سَرَيتَ مِن حَرَمٍ لَيلًا اِلَى حَرَمٍ
كَمَا سَرَى البَدرُ فِي دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمِ

১০৯. পৌঁছলে রাতে এক হারামে
আর হারামের প্রান্ত ছাড়ি
পূর্ণমাসী চন্দ্র যেমন
রাত-সাগরে জমায় পাড়ি।

١١٠ وَبِتَّ تَرقَى اِلَى اَن نِلتَ مَنزِلَةً
مِن قَابَ قَوسَينِ لَم تُدرَك وَلَم تُرَمِ

১১০. পৌঁছলে 'কাবা কাওসাইনে'
দরবারে খোদ আল্লা' জলার
অবাক সফর ভূমণ্ডলে
করেনি কেউ কল্পনা যার।

١١١ وَقَدَّمَتكَ جَمِيعُ الاَنبِيَاءِ بِهَا
وَالرُّسلُ تَقدِيمَ مَخدُومٍ عَلَى خَدَمِ

১১১. নবী সমাজ তোমায় নিয়ে
করলো খাড়া সবার আগে
ভৃত্য যেমন প্রভুকে তার
দেয় এগিয়ে অগ্রভাগে।

١١٢ وَاَنتَ تَختَرِقُ السَّبعَ الطِّبَاقَ بِهِم
فِي مَوكَبٍ كُنتَ فِيهِ صَاحِبَ العَلَمِ

১১২. সপ্ত আকাশ করলে সফর
ফেরেশতাদের মিছিল লয়ে
যেমনি চলে সেনাপতি
সবার আগে ঝাণ্ডা বয়ে।

١١٣ حَتَّى اِذَا لَم تَدَع شَاوً لِّمُستَبِقٍ
مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرقًا لِّمُستَنِمِ

১১৩. অবশেষে পৌঁছলে খোদার
নিকট থেকে নিকট আরো
পৌঁছা যেথায় হয়নি এবং
হবে না আর সাধ্য কারো।

١١٤ حَفَضتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالاِضَافَةِ اِذ
نُودِيتَ بِالرَّفعِ مِثلَ المُفرَدِ العَلَمِ

১১৪. সবায় পিছে ফেল্‌লে তুমি
নেই তুলনা কারুর সনে
ধন্য তুমি 'আরশে আলায়'
একক রূপে আমন্ত্রণে।

١١٥ كَيْمَا تَفُوْزَ بِوَصْلٍ اَيِّ مُسْتَتِرٍ
عَنِ الْعُيُوْنِ وَسِرٍّ اَيِّ مُكْتَتِمِ

১১৫. সংগোপনে পার্শ্বে নিয়ে
দিলেন খুলে রহস্য দ্বার
নেই ক্ষমতা তুমি ছাড়া
কারুরই তা জানার বুঝার।

١١٦ فَخُرْتَ كُلَّ فِخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ
وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِ

১১৬. কামালতের সোপানরাজি
নীরব ধ্যানে সব হয়ে পার
পৌঁছলে তুমি এককভাবে
শীর্ষ চূড়ে সব মহিমার।

١١٧ وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّيْتَ مِنْ رُتَبٍ
وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا اُوْلِيْتَ مِنْ نِعَمِ

১১৭. দিলেন তোমায় যেই নিয়ামত
নেই যে কোনো তুলনা তার
পেয়েছো তা একাই তুমি
কাউকে দেয়া হয় নি যে আর।

١١٨ بُشْرٰى لَنَا مَعْشَرَ الْاِسْلَامِ اِنَّ لَنَا
مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

১১৮. ভাগ্য দারাজ এ মিল্লাতের
খোদার প্রিয় রাসূল আমীন
করলো কায়েম এমন খুঁটি
ধ্বংস যাহার নেই কোনো দিন।

١١٩ لَمَّا دَعَى اللّٰهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهٖ
بِاَكْرَمِ الرُّسْلِ كُنَّا اَكْرَمَ الْاُمَمِ

১১৯. খোদার দয়ায় মোদের রাসূল
সব রাসূলের সেরা রাসূল
তেমনি মোরা সকল জাতির
সেরা জাতি নেই তাতে ভুল।

اَلْفَصْلُ الثَّامِنُ

فِيْ ذِكْرِ جِهَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

জিহাদ

١٢٠ رَاعَتْ قُلُوْبَ الْعِدٰى اَنْبَاءُ بِعْثَتِهٖ
كَنَبْأَةٍ اَجْفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ

১২০. আবির্ভাবে বিশ্বনবীর
কাঁপল হিয়া অরাতিদের
কাঁপে যেমন মেষের হিয়া
ঘোর নিনাদে সিংহরাজের।

١٢١ مَازَالَ يَلْقَاهُمْ فِيْ كُلِّ مُعْتَرَكٍ
حَتّٰى حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلٰى وَضَمِ

১২১. বীর নবীজীর মোকাবেলায়
শত্রুসেনা যুদ্ধ মাঠে
চূর্ণ হতো, চূর্ণিত হয়
গোশ্‌ত যেমন কসাই-কাঠে।

١٢٢ وَدُّوا الْفِرَارَ فَكَادُوْا يَغْبِطُوْنَ بِهٖ
اَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّخَمِ

১২২. প্রতি লড়াই শত্রুকুলের
ঘোর পরাজয় আনতো বয়ে
ভাবতো যদি পালান্ যেতো
চিল-শকুনের সংগী হয়ে।

١٢٣ تَمْضِى اللَّيَالِىْ وَلَا يَدْرُوْنَ عِدَّتَهَا
مَالَمْ تَكُنْ مِنْ لَيَالِى الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ

১২৩. শঙ্কিত মন দিশেহারা
এতোই ছিলো শত্রু কাফের
ভুলে যেতো রাতের খবর
সময় ছাড়া হারাম মাসের।

١٢٤ كَاَنَّمَا الدِّيْنُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ
بِكُلِّ قَرْمٍ اِلٰى لَحْمِ الْعِدٰى قَرِمِ

১২৪. সেই বাহাদুর জংগী সেনার
অতিথ রূপে ছিলো এ দ্বীন
বৈরী সেনার রক্ত লোভী
ছিলো যারা যুদ্ধকালীন।

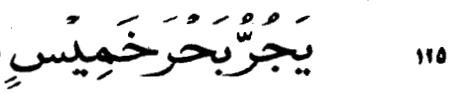

১২৫. করতো তারা হামলা ভীষণ
আরবী তাজী অশ্বে চড়ে
সাগর বেলায় ঊর্মি যথা
ক্রুদ্ধ রোষে আছড়ে পড়ে।

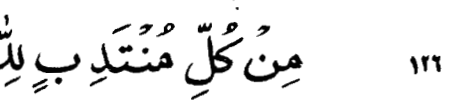

১২৬. আত্মত্যাগী, পুণ্যকামী
বীর মুজাহিদ মর্দে মুমিন
ক্ষীপ্র বেগে আঘাত হেনে
সব কুফরী করলো বিলীন।

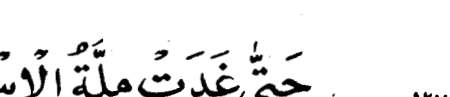

১২৭. মিটলো দ্বীনের দৈন্যদশা
পূর্ণ হলো হিম্মতে মন
ফিরলো সুদিন মিললো বহু
সংগী সাথী বন্ধু স্বজন।

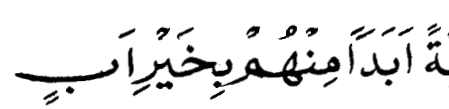

১২৮. পতির ছায়ে পত্নী যেমন
রয় নিরাপদ শঙ্কাহারা
আমান হলো খোদার এ দ্বীন
তাঁদের ছায়ে তেমনি ধারা।

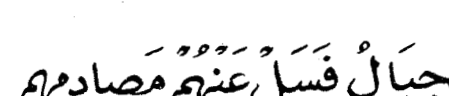

১২৯. শত্রু সনে যুদ্ধকালে
কেমন ছিলো অটল পাহাড়
শুধাও রণ ভূমির কাছে
পাবে অনেক সাক্ষী তাহার।

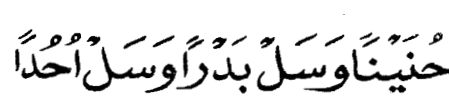

১৩০. বদর ওহুদ হুনায়েনের
মাঠের কাছে শুধাও তুমি
বলবে তা সব কাফির সেনার
প্লেগ-ভয়াল বধ্যভূমি।

١٢١ اَلْمُصْدِرِى الْبِيْضِ حُمْرًا بَعْدَمَا وَرَدَتْ
مِنَ الْعِدٰى كُلَّ مُسْوَدٍّ مِّنَ اللِّمَمِ

১৩১. হলো তাদের আক্রমণে
শুভ্র শ্বেত সব তরোয়াল
কৃষ্ণ-চিকুর তরুণ তাজা
শত্রু সেনার রক্তে যে লাল।

١٢٢ وَالْكَاتِبِيْنَ بِسُمْرِ الْخَطِّ مَاتَرَكَتْ
اَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِمِ

১৩২. তাদের যতো পীত বরণ
তীরের ফলা তীক্ষ্ণতর
ব্যূহে পশি বৈরিকুলের
করলো তনু জরজর।

١٢٣ شَاكِى السِّلَاحِ لَهُمْ سِيْمَا تُمَيِّزُهُمْ
وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيْمَا مِنَ السَّلَمِ

১৩৩. কাফির থেকে ভিন্ন তাদের
করলো সজুদ চিহ্ন ভালের
বাবুল কাঁটার মধ্যে যেমন
ভিন্ন শোভা লাল গোলাপের।

١٢٤ تُهْدِىْ اِلَيْكَ رِيَاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمْ
فَتَحْسَبُ الْوَرْدَ فِى الْاَكْمَامِ كُلَّ كَمِ

১৩৪. ছড়িয়ে যতো বিজয় খবর
বের হলেই অভিযানে
উতাল বায়ে ছড়ায় যথা
গোলাপ সুবাস সর্বখানে।

١٢٥ كَاَنَّهُمْ فِىْ ظُهُوْرِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبًا
مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ حُزُمِ

১৩৫. অশ্ব পিঠে থাকতো লেগে
অটল আসন নিটোল কায়ে
তৃণ যেমন লেপটে থাকে
শেকড় গেড়ে টিলার গায়ে।

١٢٦ طَارَتْ قُلُوْبُ الْعِدٰى مِنْ بَاْسِهِمْ فَرَقًا
فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبُهْمِ وَالْبُهَمِ

১৩৬. ভড়কে গেলো এমনি কাফির
চড়তে দেখে ছাগল ছানা
ভয় পালাতো—ভাবতো মনে
আসছে মুমিন দিচ্ছে হানা।

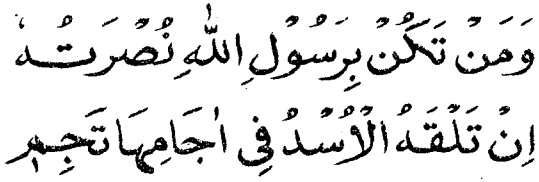

১৩৭. নবীর মদদ পেলো যারা
দেখা হলে তাদের সনে
যায় পালিয়ে সিংহ রাজও
জানের ভয়ে গভীর বনে।

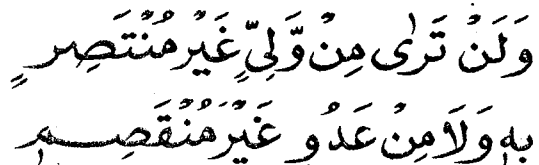

১৩৮. এমন সাথী নেই নবীজীর
কোনো মদদ পায়নি যে তার
নেই অরি তাঁর এমন কোনো
হয়নি ক্ষতি বরবাদী যার।

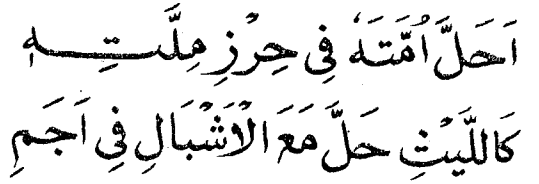

১৩৯. রাখলো দ্বীনের দুর্গ মাঝে
নিরাপদে শিষ্যগণে
সিংহ যথা নিরাপদে
রাখে শাবক গভীর বনে।

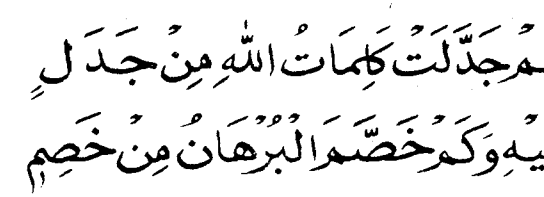

১৪০. হারিয়ে দিলো দ্বন্দ্বে কুরান
বৈরীদেরে অসংখ্য বার
কতোই হলো পরাভূত
শত্রু খর যুক্তিতে তাঁর।

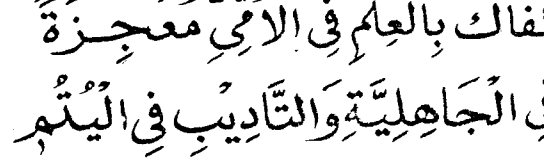

১৪১. এতীম অনাথ উম্মী আবার
আঁধার ঢাকা আরব ভূমি
কী মোজেযা! এরই মাঝে
ভাষা-কলার বাদশা তুমি।

الفصل التاسع

فِي طَلَبِ مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللهِ تَعَالَى وَشَفَاعَةٍ مِّنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লাহর ক্ষমা ও নবীজীর শাফায়াত প্রার্থনা

١٤٢ خَدَمْتُهُ بِمَدِيْحٍ اَسْتَقِيْلُ بِهٖ
ذُنُوْبَ عُمْرٍ مَّضٰى فِي الشِّعْرِ وَالْخَدَمِ

১৪২. পেয়ারা নবীর পাক কদমে
পেশ করিলাম এ নযরানা
এই ওছিলায় গুনা খাতা
মাফ করো মোর হে রাব্বানা।

١٤٣ اِذْ قَلَّدَانِيْ مَا تُخْشٰى عَوَاقِبُهٗ
كَاَنَّنِيْ بِهِمَا هَدْيٌ مِنَ النَّعَمِ

১৪৩. কুরবানির ওই পশুর মতো
গলায় রশি জবাই মাঠে
চলছি তবু উদাস বেভুল
রইছি মজে বিশ্ব-হাটে।

١٤٤ اَطَعْتُ غَيَّ الصِّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا
حَصَّلْتُ اِلَّا عَلَى الْاٰثَامِ وَالنَّدَمِ

১৪৪. মত্ত রলাম কাব্য কলায়
সমাজ সেবার হট্টগোলে
পাপের বোঝায় ন্যুব্জ এখন
অনুতাপে মরছি জ্বলে।

١٤٥ فَيَا خَسَارَةَ نَفْسِيْ فِي تِجَارَتِهَا
لَمْ تَشْتَرِ الدِّيْنَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُمِ

১৪৫. কতোই ক্ষতি হলো রে-মন
দুনিয়াদারির মোহে পড়ি
দুনিয়া বেচে কিনলে না দ্বীন
করলেও না দরাদরি।

١٤٦ وَمَنْ يَّبِعْ اٰجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهٖ
يَبْنِ لَهُ الْغَبْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمِ

১৪৬. ইহকালের লাভের আশায়
বেচে যে সুখ পরকালের
ভাগ্যে তাহার আছে কেবল
দহন জ্বালা পরিতাপের।

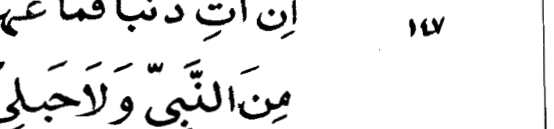

১৪৭. পাপ করেছি ঢের যদিও
তবু আশা এ বুক জুড়ে
দিবেন নাকো দয়াল নবী
বাঁধন ছিঁড়ে তাড়িয়ে দূরে।

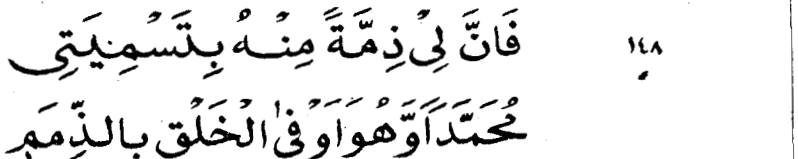

১৪৮. নামটি আমার নবীর নামে
'মুহম্মদ'ই রাখার ফলে
শাফায়াতের ভরসা তাঁহার
রাখছি পুষে বুকের তলে।

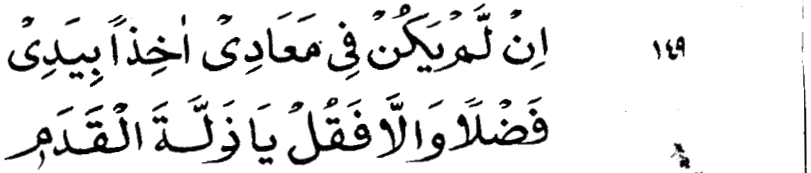

১৪৯. দয়াল নবীর পাক শাফায়াত
সেদিন যদি না পাই আহা!
ধ্বংস ছাড়া ভাগ্যে তবে
থাকবে না আর কোনই রাহা।

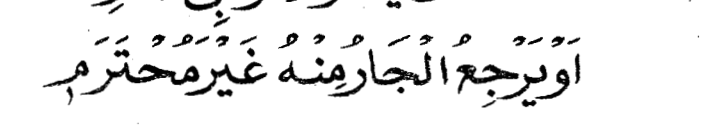

১৫০. তাঁর সমীপে মদদ মেগে
হয়নি তো কেউ ব্যর্থ কখন
হয়নি বিফল শরণ যেচে
লভেছে তাঁর অভয় শরণ।

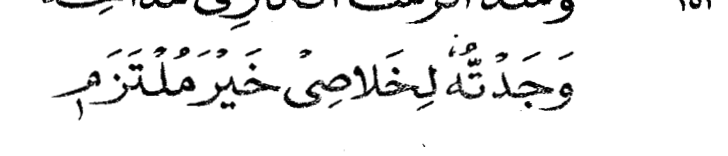

১৫১. ভাবছি মনে তাঁর তারিফের
কাব্য-কুসুম মাল্য গাঁথি
এই হবে মোর রোজ হাশরে
বিপদকালের শ্রেষ্ঠ সাথী।

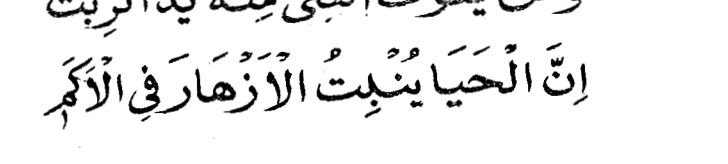

১৫২. দান যেন তাঁর সিন্ধু বারি
কেউ ফেরে না রিক্তহাতে
বাদল যথা ফলায় ফসল
নিম্ন ভূমে—ফুল টিলাতে।

١٥١ وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْتَطَفَتْ
يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنَى عَلَى هَرِمِ

১৫৩. সুনাম খ্যাতি পার্থিব লোভ
এই কাসীদার নেই যে আমার
ছিলো যেমন আরব কবি
জোহায়েরের কাব্য গাথার।

اَلْفَصْلُ الْعَاشِر

فِيْ ذِكْرِ الْمُنَاجَاتِ وَعَرْضِ الْحَاجَاتِ

মুনাজাত

١٥٤ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِيْ مَنْ أَلُوْذُ بِهِ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمِمِ

১৫৪. তুমি ছাড়া প্রিয় রাসূল
নেই কেহ আর এ সংসারে
কঠোর কঠিন বিপদকালে
শরণ নেবো যাহার দ্বারে।

١٥٥ وَلَنْ يَّضِيْقَ رَسُوْلَ اللهِ جَاهُكَ بِيْ
إِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلّٰى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

১৫৫. শেষ বিচারে মোর সুপারিশ
করলে তুমি—মহামতি
তোমার মহা উচ্চ শানের
হবে না তায় কোনোই ক্ষতি।

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا ١٥٦
وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

১৫৬ কেননা যে দুই জাহানই
ফসল তোমার মহাদানের
'লওহ' 'কলম' জ্ঞান পেলো তো
অংশ থেকে তোমার জ্ঞানের।

يَانَفْسُ لَاتَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ ١٥٧
إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

১৫৭. প্রাণ রে! তুই নিরাশ কেনে
যদিও তোর পাপ বেশুমার
তার চে' বড় খোদার ক্ষমা
শেষ সীমানা নেই সে ক্ষমার।

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِيْنَ يَقْسِمُهَا ١٥٨
تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسَمِ

১৫৮. এই তো আশা—হবে বিশাল
যার যতোই বোঝা পাপের
হিস্যা পাবে সে ততোই
তোমার অসীম রহমাতের।

يَارَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِسٍ ١٥٩
لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مُنْخَرِمِ

১৫৯. হাজির তোমার দরবারে রব
অনেক আশা আরজু নিয়া
কোরো না কো নিরাশ আমায়
দিও না কো ভেঙে হিয়া।

وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ ١٦٠
صَبْرًا مَتَى تَدْعُهُ الْأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ

১৬০. দুই জাহানে এ দুর্বলে
ঢালো আশীষ প্রেম করুণার
নয়তো বিভু হারিয়ে যাবে
ঘোর বিপদে ধৈর্য তাহার।

وَائْذَنْ لِسَحْبِ صَلْوَةٍ مِنْكَ دَائِمَةً ١٦١
عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍّ وَمُنْسَجِمِ

১৬১. দরূদ পাকের মেঘমালাকে
দাও গো হুকুম হে 'জুলজালাল'
নবীর পরে বিপুল ধারে
বর্ষে যেন অনন্তকাল।

وَالْاٰلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ ١٦٢
اَهْلِ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

১৬২. আল আসহাব তাবেয়ীনের
ওপর ঝরাও শান্তিধারা
পরহেজগারী পবিত্রতা
সর্বগুণে ধন্য যারা।

ثُمَّ الرِّضَا عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ ١٦٣
وَعَنْ عَلِىٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِى الْكَرَمِ

১৬৩. আবূ বকর ওমর আলী
ওসমান—এ চার খলিফায়
অনন্তকাল সিক্ত করে
রেখো তোমার আশীষ ধারায়।

مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيْحُ صَبًا ١٦٤
وَاَطْرَبَ الْعِيْسَ حَادِى الْعِيْسِ بِالنِّغَمِ

১৬৪. প্রভাত সমীর 'বান' বিটপীর
দুলিয়ে যাবে শাখ যতোকাল
যতো দিনই হুদী গেয়ে
উট চালাবে উটের রাখাল
ততো দিনই প্রিয়নবী
আর যতো তাঁর সংগী সাথী
সবার ওপর ঝরাও তোমার
আশীষ বারি দিন ও রাতি।

فَاغْفِرْ لَنَا شِدْهَا وَاغْفِرْ لِقَارِئِهَا ١٦٥
سَاَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

১৬৫. দয়াল ওগো ! রচক পাঠক
শ্রোতা যারা এই কাসীদার
তাদের পরেও ঝরাও তোমার
আশীষ ধারা প্রেম করুণার।